رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ

খাজা গরীবে নেওয়াজের চরিত্র ও কারামাত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ তায়ালা** তার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং যে আমার প্রতি দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ তায়ালা** তার প্রতি একশটি রহমত অবতীর্ণ করেন আর যে আমার প্রতি একশবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ তায়ালা** তার দু'চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এই বান্দা অবাধ্যতা এবং দোযখের আগুন থেকে মুক্ত এবং কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালা** তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।

(মু'জামু আওসাত, ৫/২৫২, হাদীস নং-২৭৩৫)

কিঁউ কহোঁ বেকস হোঁ মে কিঁউ কহোঁ বে'বস হোঁ মে,
তুম হো মে তুম পর ফিদা তুম পে করোড়ো দুরূদ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভারত ভূমিতে বহুদিন ধরে কুফর ও শিরকের রাজত্ব চলছিলো এবং অন্যায়, অত্যাচার ও নিপীড়নের আধিক্য বিরাজ করছিলো আর মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতার চরম অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছিলো, এই ভূখন্ডের মানুষদের হেদায়তের নূর দ্বারা আলোকিত করতে, অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিতে এবং মানুষের আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের জন্য বুযুর্গানে দ্বীনদের মধ্যে হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পবিত্র নাম তালিকার অগ্রভাগে রয়েছে, আসুন! এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পবিত্র চরিত্র এবং কারামত সম্পর্কে শ্রবণ করি।

হত্যার উদ্দেশ্যে আসলো এবং মুসলমান হয়ে গেলো

একবার এক অমুসলিম খঞ্জর বগলের নিচে লুকিয়ে রেখে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আসলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার দৃষ্টিভঙ্গি আঁচ করে নিলেন এবং মুমিন সূলভ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জেনে গেলেন। যখন সে নিকটে আসলো তখন তাকে বললেন: তুমি যে উদ্দেশ্যে এসেছো, তা পূরণ করো, আমি তোমার সামনে রয়েছি। একথা শুনে সেই ব্যক্তির শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেলো। খঞ্জর বের করে একদিকে ফেলে দিলো এবং তাঁর কদমে লুটিয়ে পরলো আর সত্য অন্তরে তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলো।

(মিরাতুল আসরার (অনুদিত), ৫৯৮ পৃষ্ঠা)

তুঝ কো বাগদাদ সে হাসিল হোয়ী ওহ শানে রাফিই,
দঙ্গ রেহ জা'তে হে সব দেখ কে রুতবা তেরা। (যওকে নাত, ১৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা যে, যখন খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই অমুসলিমের সাথে সদাচরন করলেন তখন সেই অমুসলিম তাঁর সুন্দর আচরনে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের গন্ডিতে প্রবেশ করে নিলো এবং তাঁর সহচর্যে অবস্থান করতে লাগলো। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরন করে সকলের সাথেই বিশেষকরে প্রতিবেশি, আত্মীয় স্বজন এবং পরিবার ও বন্ধু বান্ধবের সাথে সদাচরন করা, কেননা সদাচরন খুবই সুন্দর এবং উন্নত গুণাবলী, এর অসংখ্য উপকারীতা রয়েছে এবং তা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুবই প্রিয় সুন্নাতে মুবারাকা। হাদীসে পাকেও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সদাচরনের অসংখ্য ফযীলত বর্ণনা করেছেন। আসুন! সুন্নাতের উপর আমল এবং সদাচরন করার নিয়্যতে এর গুরুত্ব ও ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শ্রবণ করি।

♣ পরিপূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র উত্তম এবং যে নিজ পরিবারের সাথে নম্রতা পোষনকারী। **(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, ৪/২৭৮, হাদীস নং-২৬২১)**

♣ আমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় ব্যক্তি সেই, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উত্তম চরিত্রের অধিকারী, নম্র, মানুষকে ভালবাসে এবং যাকে মানুষেরা ভালবাসে।

(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, ৮/৪৭, হাদীস নং-১২৬৬৮)

♣ কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় (মিজান) সদাচরনের চেয়ে বেশি ভারী আর কোন কিছুই হবে না। (সুনানে তিরমিযী, ৩/৪০৩, হাদীস নং-২০০৯)

♣ যে নিজের চরিত্রকে উত্তম করলো, তার জন্য জান্নাতে উচ্চ মর্যাদার ঘর বানানো হবে। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৪০০, হাদীস নং-২০০০)

মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: উত্তম স্বভাব দ্বারা ইবাদত এবং অবস্থাদি উভয় সজ্জিত হয়ে যায়, যদি কারো অবস্থাদি তো সজ্জিত কিন্তু ইবাদত সঠিক নয় বা এর উল্টো হয় তবে সে উত্তম চরিত্রবান নয়। উত্তম চরিত্র অনেক বড় একটি গুণাবলী, যার প্রতি সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টি উভয়ই সন্তুষ্ট, সেই উত্তম চরিত্রবান। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬৫২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকা সমূহ দ্বারা জানা গেলো যে, যার চরিত্র উত্তম হবে এবং যে নিজের পরিবারের সাথে নম্রতা অবলম্বন করলো তবে সে পরিপূর্ণ ঈমানদার, **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য লাভকারী, কিয়ামতের দিন তার আমলের পাল্লায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী আর কোন কিছু হবে না এবং তার জান্নাতে উন্নত মর্যাদাও নসীব হবে।

হো আখলাক আচ্ছা হো কিরদার সুতরা,
মুঝে মুত্তাকি তু বানা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বাল্যকাল থেকেই তাকওয়া ও পবিত্রতা, উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং মিশুক ছিলেন, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সাধারণ শিশুদের ন্যায় খেলাধুলা এবং বাল্যকালের অন্যান্য মন্দ স্বভাব থেকে দূরে থাকতেন বরং সমবয়সি শিশুদের বাড়িতে নিয়ে আসতেন, তাদের খাবার খাইয়ে আনন্দিত হতেন এবং শিশুদের ওয়াজ ও নসিহত করে বলতেন **"শিশুরা! আমরা দুনিয়ায় খেলাধুলা করার জন্য আসিনি বরং আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এসেছি"**। (মইনুল হিন্দ, ২২-২৩ পৃষ্ঠা) আসুন! খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রবণ করি।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

তাঁর নাম হচ্ছে হাসান এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পিতামাতা উভয়ের দিকে দিয়ে হাসানি এবং হুসাইনি সৈয়দ। তাঁর পরিচিত ও প্রসিদ্ধ উপাধী হলো মঈনুদ্দীন, খাজা গরীবে নেওয়াজ, সুলতানুল হিন্দ এবং আতায়ে রাসূল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ৫৩৭ হিজরী সনে সিজিস্থান বা সিস্থান (বর্তমান ইরান) এর এলাকা **"সানজার"** এ জন্ম গ্রহন করেন। (মঈনুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন আজমেরী, ২০ পৃষ্ঠা। ইকতিবাসিল আনওয়ার, ৩৪৫ পৃষ্ঠা) জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি সিরিয়া, বাগদাদ এবং কিরমান ইত্যাদির সফরও করেন, তাছাড়া অসংখ্য বুযুর্গানে দ্বীন থেকে ফয়যও অর্জন করেন, যাঁদের মধ্যে তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত খাজা ওসমান হারুনি এবং পীরানে পীর হুযুর গউসে পাক হযরত শায়খ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمَا এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মক্কা মদীনার যিয়ারতকালে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে তাঁকে ভারতের বিলায়ত প্রদান করা হয়। (সিয়রিল আকতাব, ১৪২ পৃষ্ঠা) অবশেষে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং মারিফাতের নূরের এই প্রদীপ ৬ রজবুল মুরাজ্জব ৬২৭ হিজরীতে আজমির শরীফে (রাজস্থান, ভারত) এই নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান এবং সেখানেই তাঁর মাযার শরীফ নির্মিত হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন **আল্লাহ তায়ালা**র নৈকট্যশীল বান্দারা নিজের পুরো জীবন তাঁরই বিধানাবলীর অনুসরন এবং তাঁরই যিকিরে অতিবাহিত করে থাকে, দুনিয়াবী স্বাদ এবং আরাম আয়েশকে ছেড়ে দ্বীনের খেদমতে অতিবাহিত করে তখন **আল্লাহ তায়ালা** তাকে উপহার স্বরূপ আখিরাতে উচ্চ ও সুমহান মর্যাদা এবং অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা ধন্য করে থাকেন, কিন্তু দুনিয়ায়ও তাঁর সম্মান ও মর্যাদাকে মানুষের মাঝে প্রকাশ করার জন্য কিছু বিশেষত্ব ও গুণাবলী দান করে থাকেন। খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কেও **আল্লাহ তায়ালা** বাল্যকাল থেকেই অসংখ্য গুনাবলী দ্বারা ধন্য করে রেখেছেন, যার মধ্যে হলো তাঁর সদাচরন, নম্রতা ও কল্যাণকামনা, গরীবের চাহিদা পূরন উল্লেখযোগ্য বিশেষত্বের অর্ন্তভূক্ত, আসুন! তাঁর বাল্যকালের একটি খুবই সুন্দর ঘটনা শ্রবণক করি।

নিজের পোশাক দিয়ে দিলেন

বাল্যকালে একবার ঈদের সময় উত্তম পোশাক পড়ে ঈদের নামাযের জন্য যাচ্ছিলেন, পথে একজন অন্ধ শিশু তাঁর দৃষ্টি আকর্ষন করলো, যে কিনা ফাঁটা পুরোনো কাপড় পরিহিত ছিলো, যখন তিনি তাকে দেখলেন তখেন খুবই দুঃখিত হলেন এবং তিনি তাঁর কাপড় খুলে সেই গরীব ও অন্ধ শিশুটিকে দিয়ে দিলেন আর নিজে অন্য কাপড় পড়ে তাকে নিজের সাথে ঈদগাহে নিয়ে গেলেন।

(মঈনুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন আজমেরী, ২২ পৃষ্ঠা)

তুমহি নে বান্দা নাওয়াজি সিখায়ী আলাম কো
তুমহি হো মাহজানে লাতফ ও করম গরীবে নেওয়াজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা যে, খাজা মঈনুদ্দীন আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বাল্যকাল থেকেই কিরূপ উচ্চ ও মহান গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন এবং তিনি মানুষের অভাব পূরন করতেন, তাদের সাথে সদাচরন করতেন, তাদের কষ্ট ও বিপদ দূর করাতে আনন্দ অনুভব করতেন, যেমনটি তিনি এই শিশুটির সাথে করলেন। এটি তাঁর ধৈর্য্য ও সহনশীলতা, দান দাক্ষিণ্য এবং অন্যান্য মহৎ চরিত্রেরই প্রতিফলন ছিলো যে, মানুষ তাঁর প্রতি প্রভাবিত হয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং পবিত্র গুণাবলীর অনুসারী হয়ে গেলো আর তাঁর দিল্লি থেকে আজমির পর্যন্ত সফরের মাঝে প্রায় নব্বই লক্ষ মানুষ ইসলাম গ্রহন করে ধন্য হলো।

(মঈনুল আরওয়াহ, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

আপনি মঞ্জিল সে কভী ভি ওহ ভটক সাকতা নেহী
জিস কে তুম হো রেহনুমা খাজা পিয়া খাজা পিয়া

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা যে, খাজা মঈনুদ্দীন আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কিরূপ উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, তাইতো তাঁর দিল্লি থেকে আজমির পর্যন্ত সফরের মাঝে প্রায় নব্বই (৯০) লক্ষ অমুসলিম কালেমা পড়ে নিলো, সুতরাং প্রত্যেক মুবাল্লিগের উচিৎ যে, তারা যেনো উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়, প্রথমে সালাম প্রদানকারী হয়, উষ্ণভাবে মুসাফাহা (হাত মিলানো) বা মুয়ানাকা (কোলাকুলি) করার অভ্যস্ত হয়, আনন্দচিত্তে মুসকি হেসে সাক্ষাৎকারী হয়, নিজের

জন্য রাগান্বিত যেনো না হয়, যারা তাদের প্রতি অত্যাচার করে তারা যেনো তাদের ক্ষমা প্রদানকারী হয়, মুসলমানের সম্মান রক্ষাকারী যেনো হয় এবং মুসলমানের কষ্ট নিরাবনকারী যেনো হয়, যখন এই গুণাবলীর অধিকারী হবে তখন মানুষ দ্রুত তার দিকে ঝুঁকে পরবে। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা কিরূপ উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তা অধ্যয়ন এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে এর ফযীলত সম্পর্কে ভাবতে থাকা উচিৎ, কেননা যেই মুবাল্লিগ যত বেশি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে, ততই তার ওয়াজ ও নসিহত এবং নেকীর দাওয়াত মানুষের মাঝে প্রভাব বিস্তার করবে।

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষদের তুমি তোমার সম্পদ দ্বারা খুশি করতে পারবে না, কিন্তু তোমার আনন্দচিত্ত ব্যবহার এবং উত্তম চরিত্র তাদের খুশি করতে পারে। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/২৫৪, হাদীস নং-৮০৫৪)**

হো আখলাক আচ্ছা হো কিরদার সুতরা মুঝে মুত্তাকী তু বানা ইয়া ইলাহী
হামকো মওলা তু গুনাহোঁ সে বাঁচানা হার গড়ী
হামকো বা আখলাক বা কিরদার নেক ইনসাঁ বানা

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ প্রত্যেকের সাথে সদাচরন করতেন, খোঁজ খবর রাখতেন, যদি কারো ইন্তিকাল হয়ে যেতো তবে তার জানাযায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন, দাফন করার পর যখন লোকেরা ফিরে যেতো তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তার কবরের পাশে গিয়ে তার জন্য মাগফিরাত ও নাজাতের জন্য দোয়া করতেন।

মুরীদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া

একবার তাঁর কোন এক মুরীদের ইন্তিকাল হয়ে গেলো, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কাফন দাফনে অংশগ্রহন করলেন এবং নিয়ম অনুযায়ী তাঁর মুরীদের কবরের পাশে অবস্থান করতে লাগলেন, হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আমি দেখলাম যে, তাঁর চেহারা রঙ পরিবর্তন হয়ে গেলো, অতঃপর পূর্বের অবস্থায় ফিরে এলো এবং তিনি اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ বলে সেখান থেকে উঠলেন আর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: এই বাইয়াতই আশ্চার্য জনক বিষয়, আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: যখন এই ব্যক্তিকে দাফন করা হলো তখন আযাবের ফিরিশতা

এসে গেলো এবং তাকে আযাব দিতে চাইলো, কিন্তু ঠিক তখনই আমার সম্মানিত মুর্শিদ হযরত সায়্যিদুনা খাজা ওসমান হারুনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাশরীফ আনলেন এবং ফিরিশতাদের নিকট সুপারিশ করে বললেন: হে ফিরিশতারা! এই ব্যক্তি আমার মুরীদ মঈনুদ্দীনের মুরীদ, একে ছেড়ে দাও। ফিরিশতারা বলতে লাগলো: এই ব্যক্তি খুবই গুনাহগার ছিলো। তখনও এই কথাবার্তা চলছিলো, অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: **হে ফিরিশতারা! আমি ওসমান হারুনির সদকায় মঈনুদ্দীন চিশতীর মুরীদকে ক্ষমা করে দিলাম।** (হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ হায়াত ও তালিমাত, ৩৮ পৃষ্ঠা)

ঝোলিয়া ভরতে হো মাঙ্গতো কি মুঝে ভি হো আতা
হিচ্ছায়ে জুদ ও সাখা খাজা পিয়া খাজা পিয়া। (ওয়সায়িলে বখশীশ, ৫৩৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা যে, **আল্লাহ তায়ালার** নেক বান্দাদের সাথে সম্পর্ক করা কিরূপ সৌভাগ্যের বিষয়, নিশ্চয় ঐ ব্যক্তি খাজা মঈনুদ্দীন আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে যাওয়া আসা করতো এবং তাঁর সাথে ভালবাসা পোষন করতো,তাইতো তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার কবরের পাশে মাগফিরাতের দোয়া করার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন, মনে রাখবেন! **আল্লাহ তায়ালার** আউলিয়াদের বিলায়তের দৃষ্টি, অন্তরের অন্তস্থল থেকে বের হওয়া প্রভাবিত দোয়া এবং তাঁদের পবিত্র সহচর্যের বদৌলতে গুনাহের প্রতি ঘৃণা, তাওবা, নামায, রোযা এবং নেকী করার তৌফিক, আখিরাতের চিন্তা ভাবনার প্রেরণা উদ্ভাসিত হয়, আজকের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাইয়াত গ্রহন করে বা তালিব হয়ে তাঁর মুরীদ বা তালিবদের সারিতে অর্ন্তভূক্ত হয়ে যান, তিনি এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি ফরয ও ওয়াজিব সমূহ আদায়ের পাশাপাশি সুন্নাত এবং মুস্তাহাব সমূহের প্রতিও আমলকারী হয়ে নেকীর দাওয়াতের এমন সাড়া জাগিয়েছেন যে, লাখো মুসলমান বিশেষকরে যুবক ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনের গুনাহ থেকে তাওবা করার তৌফিক নসীব হয়েছে এবং তারা তাওবা করে সালাত ও সুন্নাতের পথে পরিচালিত হয়ে গেছে। যারা বেনামাযী ছিলো তারা শুধু নামাযী নয় বরং মসজিদের ইমাম ও খতিব হয়ে গেছে, কুদৃষ্টি প্রদানকারীরা দৃষ্টিকে নিচে রাখার সুন্নাতের উপর

আমল করার সৌভাগ্য অর্জন করতে লাগলো, গান বাজনা শুনার আগ্রহীরা সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং মাদানী মুযাকারা শুনায় অভ্যস্থ হয়ে গেলো, অশ্লিল বক্তা নাত পাঠকারী হয়ে গেলো, ইউরোপীয় দেশ সমূহের রঙির স্বপ্নদ্রষ্টারা পবিত্র কাবা ও সবুজ গুম্বদের যিয়ারতের জন্য অস্থির হয়ে আছে, সম্পদের ভালবাসা পোষনকারীরা আখিরাতের মাদানী মানসিকতার অধিকারী হয়ে গেছে, এই বুযুর্গ ব্যক্তির ফয়য শুধু মুসলমানদের মাঝে সীমাবদ্ধ নেই বরং কুফরের অন্ধকারে বিপদগামী অসংখ্য অমুসলিমেরও ইসলামের নূর নসীব হয়েছে। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরও তাঁর সহচর্যে থাকার এবং তাঁর ফয়য অর্জনের তৌফিক দান করুন।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!   صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ক্ষমা ও সহনশীলতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ খুবই কোমল হৃদয় এবং সহনশীল, গম্ভীর স্বভাবের অধিকারী ছিলেন, যদি কখনো রাগান্বিত হতেন তবে তা শুধুমাত্র দ্বীনি ভাবাবেগের কারণেই হতেন, তবে ব্যক্তিগত কারণে যদি কেউ কোন কড়া কথা বলেও দিতো, তবে রাগ করতেন না, বরং তখনও সদাচরন এবং উৎফুল্লতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ধৈর্য্যের আঁচল ছাড়তেন না এবং এরূপ মনে হতো যে, তিনি তার এই আক্রমনাত্মক কথা শুনেইনি।

(হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ হায়াত ও তালিমাত, ৩৯ পৃষ্ঠা)

তেরি উলফত মে জিওঁ তেরি মুহাব্বত মে মরোঁ
হো করম এ্যয়সা শাহা! খাজা পিয়া খাজা পিয়া। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৩৭ পৃষ্ঠা)

উট চালকদের সাথে সদাচরন

যখন সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ আজমির শরীফ (ভারত) তাশরীফ নিয়ে আসলেন তখন সর্বপ্রথম একটি পিপল গাছের নিচে অবস্থান নিয়েছিলেন, জায়গাটি সেখানকার কাফির রাজা পৃথ্বিরাজ চৌহানের উট রাখার জন্য নির্দিষ্ট ছিলো, রাজার কর্মচারিরা এসে তাঁর উপর রাগান্বিত হলো এবং বে-আদবীর সাথে বললো: আপনারা এখান থেকে চলে যান, কেননা এই জায়গাটি রাজার উট বসার স্থান। খাজা সাহেব رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বললেন: আচ্ছা আমরা চলে যাচ্ছি, তোমাদের

উটই এখানে বসুক, সুতরাং উটগুলোকে সেখানে বসিয়ে দেয়া হলো, সকালে উটের রাখাল এলো আর উটকে উঠানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু অনেক চেষ্টা করার পরও উটকে উঠাতে পারলো না, রাখাল ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে হযরত সায়্যিদুনা খাজা সাহের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কারামতপূর্ণ খেদমতে এসে উপস্থিত হলো এবং নিজের বে-আদবীর জন্য ক্ষমা চাইলো। ভারতের মুকুটহীন সম্রাট হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (সদাচরন এবং সহনশীলতার উৎকর্ষতা প্রকাশ করে তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং) বললেন: যাও, **"আল্লাহ তায়ালার হুকুমে তোমার উট দাঁড়িয়ে গেছে।"** যখন রাখাল ফিরে গেলো তখন আসলেই সব উট দাঁড়িয়েই ছিলো।

(ভয়ঙ্কর জাদুকর, ৬ পৃষ্ঠা)

উট বেয়টে উট না উঠ পায়ে সারবাঁ খয়রান থে,
ইয়ে কারামত ওয়াহ ওয়াহ! খাজা পিয়া খাজা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনায় যেমন খাজা মঈনুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কারামত প্রকাশ পায়, তেমনি তাঁর সদাচরনেরও প্রকাশ হয় যে, তিনি তাঁর শত্রদের সাথে সদাচরন করে তাদের ক্ষমা করে দিলেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, প্রত্যেক মুসলমানের সাথে সদাচরন করা এবং সর্বদা ধৈর্য্যের আচঁলকে আঁকড়ে থাকা, কেননা সদাচরন এমন একটি বিষয়, যার বরকতে অমুসলিমরা ইসলামের দৌলত দ্বারা ধন্য হয়ে যায়, আর মদ্যপায়ী, সূদখোর, পিতামাতার অবাধ্য, অপকর্মকারী, সিনেমা নাটকের দ্রষ্টা এবং গান বাজনার প্রেমিক, ফ্যাশন পূজারী, একে অপরের রক্ত পিপাসূ, সমাজে নিকৃষ্ট মনে করা লোকেরা মুসলমানদের সুন্দর আচরণে প্রভাবিত হয়ে নেককার হয়ে যায়। সুতরা আমাদেরও উচিৎ যে, যদি কেউ অসদাচরন করে বা কেউ অত্যাচার করে তবে তার থেকে প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে তাকে ক্ষমা করে দেয়া, কেননা ক্ষমতা থাকা স্বত্বেও ক্ষমা করে দেয়ার অনেক ফযীলত ও মর্যাদা রয়েছে, আসুন! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: যে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্বেও রাগকে সংবরন করে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে (হাশরের দিন) সৃষ্টি জগতের সামনে ডাকবে এবং তাকে স্বাধীনতা দেয়া হবে যে, হুরদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নিয়ে নাও।

(তিনমিযী, কিতাবু সিফতিল কিয়ামাতি, ৪৮তম অধ্যায়, ৪/২২২, নম্বর-২৫০১)

২. ইরশাদ হচ্ছে: কিয়ামতের দিন লোকেরা যখন হিসাবের জন্য অপেক্ষা করবে তখন এক ঘোষক ঘোষনা করবে, যার কোন যিম্মা (দায়িত্ব) **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট থাকে, সে যেনো দাঁড়িয়ে যায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে নেয়, (কিন্তু কেউ দাঁড়ালো না), ঘোষক আবারো ঘোষনা করবে, যার কোন যিম্মা (দায়িত্ব) **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট থাকে, সে যেনো দাঁড়িয়ে যায়। লোকেরা আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞাসা করবে, **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট কার যিম্মা (দায়িত্ব) থাকতে পারে? উত্তর পাবে: যে মানুষদেরকে ক্ষমা করতো। অতঃপর এমনভাবে লোকেরা দাঁড়িয়ে যাবে এবং বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবে করে নিবে।

(আত তারগিব ওয়াত তারহিব, কিতাবুল হুদুদ, ৩/২৪৭, হাদীস নং-১৭)

কোয়ী দুতকারে ইয়া ঝাড়ে বলকে মা'রে সবর কর,
মত ঝগড়, মদ বড়বড়া, পা আজর রব সে সবর কর।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৮৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটিই বাস্তবতা যে, বান্দা যখন **রব তায়ালা**রই হয়ে যায়, তখন যুগ তারই হয়ে যায়, **আল্লাহ তায়ালা** সেই বান্দাকে এমন এমন নেয়ামত ও উপহার দান করে যে, যা সম্পর্কে শুনে জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়, তাঁর কথা ও কর্মে এমন প্রভাব সৃষ্টি হয়ে যায় যে, তা দেখে লাখো লাখ মানুষের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে যায় এবং তারাও হেদায়তের পথে পরিচালিত হয়ে যায়।

অমুসলিম কামিল অলী হয়ে গেলো

একদিন ৭জন অমুসলিম তাঁর (খাজা গরীবে নেওয়াজ) সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাদের দিকে তাকালেন, তখন তাদের চেহারার রঙ হলদে হয়ে গেলো, তাদের হাত এবং পায়ে কম্পন শুরু হয়ে গেলো, তারা তাঁর কদমে লুটিয়ে পরলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: হে সত্য দ্বীন থেকে দূরত্ব রক্ষাকারী! তোমাদের লজ্জা হয়না যে, তোমরা **খোদা** ব্যতিত অন্য কারো ইবাদত করো। তারা বললো: আমরা আগুনের ইবাদত এই জন্যই করি যে, তা যেনো কিয়ামতের দিন আমাদের জ্বালিয়ে না দেয়। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: যতক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত করবে না, ততক্ষন পর্যন্ত দোযখের আগুন থেকে মুক্তি

পাবে না। তারা বললো: যদি আগুন আপনাকে না জ্বালায় তবে আমরা মুসলমান হয়ে যাবো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: আগুন তো মঈনুদ্দীনের জুতাকেও জ্বালাতে পারবে না, একথা বলে তিনি নিজের জুতা আগুনে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন: হে আগুন! মঈনুদ্দীনের জুতাকে জ্বালিওনা, একথা বলতেই আগুন নিভে গেলো এবং অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো, যা সকল উপস্থিতিরা শুনেছিলো যে, **"আগুনের কি এমন ক্ষমতা যে, আমার বন্ধুর জুতা জ্বালিয়ে দিবে"**। সুতরাং সেই অমুসলিমরা দ্রুত কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলো। (ইকতিবাসিল আনওয়ার, ৩৫৪ পৃষ্ঠা)

কিউঁ না বাগদাদ মে জারি হো তেরা চশমায়ে ফয়েয
বেহরে বাগদাদ হি কি নহর হে দরিয়া তেরা। (যওকে নাত, ১৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা যে, খাজা গরীবের নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কত বড় শান যে, একটি চাহনি এই অমুসলিমদের অন্তরের পট পরিবর্তন করে দিলেন, আসলেই **আল্লাহ** ওয়ালাদের চাহনিতে অনেক প্রভাব হয়ে থাকে, তাঁদের বিলায়াতের চাহনিতে লাখে মানুষের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে তাদের হেদায়তের পথে পরিচলিত করে দেয়, শুধু তা নয় বরং এই বুযুর্গানে দ্বীনরা নিজের আচার আচরন দ্বারা কুফর ও শিরকের অন্ধকারে পথভোলা অসংখ্য অমুসলিমকে **আল্লাহ তায়ালা**র একত্ববাদ এবং **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রিসালতের স্বীকারোক্তি করিয়ে ইসলামে গন্ডিতে প্রবেশও করিয়ে নেন, তাজুল আউলিয়া, আতায়ে রাসূল, সুলতানুল হিন্দ, হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনুদ্দীন চিশতী আজমেরী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর কর্ম ও কথাবার্তা অত্যাচারী ও নিপীড়নকারী শাসককেও প্রভাবিত করে মুসলমানদের সারিতে অর্ন্তভূক্ত করে দিলো এবং তারা তাঁর ভক্তদের মাঝেও অর্ন্তভূক্ত হয়ে গেলো।

সবজওয়ারের শাসকের তাওবা

ইরানের শহর **"সবজওয়ার"** এ একটি খুবই সবুজ শ্যামল বাগান ছিলো, যার মাঝখানে স্বচ্চ পানির একটি নদী প্রবাহিত ছিলো এবং একপাশে একটি সুন্দর পুকুর ছিলো। এই বাগানটি ছিলো সবজওয়ারের শাসকের, যে কিনা খুবই অত্যাচারী এবং অসৎ লোক ছিলো, তার অভ্যাস ছিলো যে, যখনই বাগারে আসতো, তখন মদ

পান করতো এবং নেশায় মত্ত হয়ে অনেক চিৎকার চেঁচামেচি করতো, একবার হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ সৈয়্যদ মঈনুদ্দীন হাসান সানজিরি চিশতী আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর গমন সেখান দিয়ে হলো, তিনি নদীতে গোসল করলেন এবং পুকুরের পাড়ে নফল নামায আদায় করতে লাগলেন, নিরাপত্তা রক্ষীরা তাদের শাসকের কঠোরতার অবস্থা আরয করলো এবং আবেদন করলো যে, এখান থেকে চলে যাওয়ার, শাসক যেনো তাঁর কোন ক্ষতি করতে না পারে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: **আল্লাহ তায়ালা** আমার রক্ষক এবং সাহায্যকারী, এমন সময় শাসক সবজওয়ারের বাগানে প্রবেশ করলো এবং সোজা পুকুরের দিকে এলো, নিজের আরাম আয়েশের স্থানে এক অপরিচিত দরবেশকে দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলো, কিন্তু সে কিছু বলার পূর্বে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার দিকে তাকালেন এবং তার কায়া পরিবর্তন করে দিলেন। শাসক তাঁর মহত্বপূর্ণ দৃষ্টির জোড় সহ্য করতে পারেনি এবং বেহুশ হয়ে মাটিতে পরে গেলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পুকুর থেকে অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে তার মুখে ছিটিয়ে দিলেন, হুঁশ ফিরে আসতেই খাজা সাহেবের কদমে লুটিয়ে পরলো এবং কেঁদে কেঁদে নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করলো, অতঃপর তাঁরই হাতে বাইয়াত গ্রহন করলো, খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আদেশে তার অন্যায় ও অত্যাচারের মাধ্যমে অর্জিত সকল সম্পদ আসল মালিকদের ফিরিয়ে দিলেন এবং তাঁর বরকতময় সহচর্যে থাকতে লাগলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিছুদিনে মধ্যেই তাঁকে বাতেনি ফয়েয দিয়ে সমৃদ্ধ করে খেলাফত দান করলেন এবং সেখান থেকে বিদায় দিলেন। (আল্লাহ কে খাস বান্দে উবাদা, ৫১১ পৃষ্ঠা)

এক যররা হো আতা আত্তার কে হো জায়েগা,
খাজা! ঘর ভর কা ভালা খাজা পিয়া খাজা পিয়া। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এমন গুনাবলীর অধিকারী কিভাবে হলেন এবং **আল্লাহ তায়ালা** তাঁকে এই শান ও মহত্ব কি কারণে দান করলেন যে, তিনি যার দিকেই তাকাতেন তার মাঝে কম্পন শুরু হয়ে যেতো এবং সে তাঁরই দয়াময় আঁচলে সম্পৃক্ত হয়ে কুফর ও শিরকের অন্ধকার থেকে বের হয়ে ইসলামের নূরে প্রবেশ করে নিতো, আসুন! শ্রবণ করি:

অলী আল্লাহর উচ্ছিষ্টের বরকত

একবার হযরত সায়্যিদুনা খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাগানে চারা গাছে পানি দিচ্ছিলেন, এমন সময় একজন মাজযুব বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম কান্দুযি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাগানে তাশরীফ নিয়ে এলেন, যখনই হযরত সায়্যিদুনা খাজা মঈনুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দৃষ্টি **আল্লাহ তায়ালা**র এই মকবুল বান্দার উপর পরলো, দ্রুত দৌড়ে গিয়ে সালাম করে হাত চুম্বন করলেন এবং খুবই আদব ও সম্মানের সহিত গাছের ছায়ায় বসালেন। অতঃপর তাঁর খেদমতে খুবই নম্রতা ও বিনয়ের সহিত তাজা আঙ্গুরের একটি গোছা পেশ করলেন এবং দু'যানু হয়ে বসে গেলেন, **আল্লাহ তায়ালা**র অলীর এই যুবক মালির আচরন ভাল লাগলো, আনন্দিত হয়ে খইল (তিল বা সরিষার তুষ) এর একটি টুকরো চিবিয়ে তাঁর মুখে পুরে দিলেন, খইলের টুকরো গলধকরন করতেই তাঁর মনের অবস্থা একেবারেই পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং দুনিয়অর ভালবাসা থেকে পরিশ্রান্ত হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি বাগান, যাঁতা এবং সকল মালামাল বিক্রি করে এর মূল্য ফকির ও মিসকিনদের মাঝে বন্টন করে দিলেন এবং ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র পথে মুসাফির হয়ে গেলেন। **(মিরাতুল আসরার, ৫৯৩ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, আদব মানুষকে অনেক উচ্চ ও উচ্চতর গুণাবলীর অধিকারী বানাতে পারে, বিশেষ করে **আল্লাহ তায়ালা**র নেক বান্দাদের আদব করা, তাঁদের সেবাযত্ন করা, তাঁদের পরিস্কার পরিছন্ন স্থানে বসতে দেয়া, তাঁদের খেদমতে আদব সহকারে বসা এবং তাঁদের উচ্ছিষ্ট জিনিষ খাওয়া দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার উপলক্ষ্য হয়ে থাকে, যেমনটি খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **আল্লাহ তায়ালা**র অলীর আদব করেছেন বলেই **আল্লাহ তায়ালা** তাঁকে নিজের অলী বানিয়ে নিয়েছেন, মনে রাখবেন! আদব এমন একটি জিনিস, যার মাধ্যমে মানুষ ইহকালিন ও পরকালিন নেয়ামত অর্জন করে নেয় এবং যে এই গুণ থেকে বঞ্চিত, অনেক সময় সে এই নেয়ামতের অধিকারী হয়না। সম্ভবত এই কারণেই বলা হয় যে, **"বা আদব বা নসীব, বে আদব বে নসীব"** এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁর বিশেষ খাদেম হযরত আনাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে ইরশাদ করেন:

হে আনাস! বড়দের আদব ও সম্মান এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি করো এবং ছোটদের স্নেহ করো, তুমি জান্নাতে আমার সহচর্য পেয়ে যাবে।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি রহমুস সগীর, ৭/৪৫৮, হাদীস নং-১০৯৮১)

বড়ে জিতনে ভি হে ঘর মে আদব করতা রাহো সব কা,
করো ছোটে বেহেন ভাই পে শফকত ইয়া রাসূলাল্লাহ! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃতকে জীবিত করে দিলেন!

আজমির শরীফের একজন বিচারক একবার কোন এক ব্যক্তিকে বিনা দোষে শূলীতে ছড়িয়ে দিলো এবং তার মাকে বলে পাঠালো যে, তার সন্তানের লাশ যেনো এসে নিয়ে যায়, কিন্তু সেখানে যাওয়ার পরিবর্তে তার মা কাঁদতে কাঁদতে খাজায়ে খাজেগান হুযুর গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অসহায়দের আশ্রয়স্থলের দরবারে উপস্থিত হলো এবং ফরিয়াদ করলো: আহ! আমার সবকিছু ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, আমার ঘর উজাড় করে দেয়া হয়েছে, হে গরীবে নেওয়াজ! আমার একটিই সন্তান ছিলো, তাকে অত্যাচারী বিচারক বিনা দোষে শূলীতে চড়িয়ে দিয়েছে, একথা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন: আমাকে তোমার সন্তানের লাশের নিকট নিয়ে চলো। সুতরাং তার সাথে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার লাশের নিকট এলেন এবং তার দিকে ইশারা করে বললেন: হে মৃত! যদি তোমাকে এখনকার বিচারক বিনা দোষে শূলীতে চড়ায় তবে **আল্লাহ তায়ালার** আদেশে উঠে দাঁড়িয়ে যাও। সাথে সাথেই লাশের মধ্যে কম্পন শুরু হলো এবং দেখতেই দেখতে সেই ব্যক্তি জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। (মঈনুল হিন্দ হযরত মঈনুদ্দীন আজমেরী, ১৬২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা যে, খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **আল্লাহ তায়ালার** দানক্রমে ঐ বৃদ্ধার সন্তানকে জীবিত করে দিলেন, যাকে অত্যাচারী বিচারক অন্যায়ভাবে শূলীতে চড়িয়ে দিয়েছিলো, বাস্তাবিকই খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতি **আল্লাহ তায়ালার** কৃপাদৃষ্টি ছিলো যে, তিনি কোন মৃতকে বললেন: قُمْ بِاِذْنِ الله (**আল্লাহ তায়ালার** আদেশে উঠে দাঁড়িয়ে যাও)! তখন সে দাঁড়িয়ে যায়, কখনোবা তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে কারো জীবনের কায়া পরিবর্তন করে দেন, আসুন! তাঁর আরো একটি কারামত শ্রবণ করি।

একদিন খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ শায়খ উহুদুদ্দীন কিরমানী এবং শায়খ শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ারদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِمَا এর সাথে বসে ছিলেন, তখন এক যুবক সেখান দিয়ে গমন করলো যার নাম ছিলো শামসুদ্দীন আলতামাশ, তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন যে, এই যুবক ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরন করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে দিল্লির বাদশাহ হবেনা, কিছু দিনের মধ্যেই সেই যুবক দিল্লির বাদশাহ হয়ে গেলো। (ইকতিবাসিল আনওয়ার, ৩৭৭ পৃষ্ঠা)

ইস্তিকামত মাযহাবে ইসলাম পর মিল জায়ে কাশ!
হাত উঠা কর কর দোয়া খাজা পিয়া খাজা পিয়া। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ইবাদত ও রিয়াযত

হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আমার পীর ও মুর্শিদ খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সত্তর (৭০) বছর পর্যন্ত সর্বদা ওযু অবস্থায় ছিলেন, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ যে ব্যক্তির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন, সে গুনাহ থেকে তাওবা করে নিতো এবং কামিল অলী হয়ে যেতো আর যে ব্যক্তি তাঁর খেদমতে তিনদিন থাকতো, সে অর্ন্তদৃষ্টি ও কারামত সম্পন্ন হয়ে যেতো। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কোরআনে করীমের হাফিয ছিলেন, প্রতিদিন এক খতম কোরআন দিনে এবং এক খতম রাতে তিলাওয়াত করতেন আর প্রতিবার কোরআন খতমের পর অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ আসতো যে, **হে মঈনুদ্দীন! তোমার খতম কবুল করে নেয়া হয়েছে।** তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ রাতে কিয়ামকারী (নফল আদায়কারী) এবং সর্বদা রোযা পালনকারী ছিলেন। (ইকতিবাসিল আনওয়ার, ৩৫৫ পৃষ্ঠা)

কদমোঁ সে লাগা লো মুঝে কদমোঁ সে লাগা লো,
খাজা হে যমানে নে বড়া মুঝ কো সাতায়া।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা যে, খাজায়ে খাজেগান, হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কিরূপ ইবাদত ও রিয়াযত করতেন এবং তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ প্রতিদিন দুইবার কোরআনে করীম পরিপূর্ণ খতম করাতে অভ্যস্থ ছিলেন কিন্তু আফসোস যে, যদি বর্তমান যুগে আমরা আমাদের অবস্থা

সম্পর্কে ভাবি, তবে আমাদের অধিকাংশই তো কোরআন দেখে দেখেও পাঠ করতে পারি না এবং যারা কোরআন তিলাওয়াত করে, তাদের মধ্যে হয়তো সামান্য কয়েকজনই সঠিক শুদ্ধভাবে পড়তে পারে, কিন্তু তবুও শিখার চেষ্টাও করে না, অথচ কোরআনে করীম হচ্ছে পথ নির্দেশনার সমষ্টি, রহমতের ভান্ডার এবং বরকতের উৎসস্থল, এটি এমন একটি সংবিধান, যার উপর আমল করে সকল সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে, এমন একটি নূর, যার দ্বারা পথভ্রষ্টতার সকল অন্ধকার দূর করা যেতে পারে, এমন একটি পথ, যা সোজা **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি এবং জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যায়, সংশোধন ও প্রশিক্ষণের এমন একটি ব্যবস্থাপনা, যা মানুষকে পরিশোধন করে অতুলনীয় বানিয়ে দেয় এবং এর একটি হরফ তিলাওয়াত করাতে ১০টি নকী অর্জিত হয়, তিলাওয়াত করাতে ঘরে বরকত এবং রহমত অবতীর্ণ হয়।

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: যে ঘরে কোরআন পাঠ করা হয়, তা তার অবস্থানকারীদের জন্য প্রসারিত হয়ে যায়, এতে অত্যধিক কল্যাণ হয়ে থাকে, এতে ফিরিশতা উপস্থিত হয় এবং শয়তান এর থেকে বের হয়ে যায় আর যে ঘরে কোরআন পাঠ করা হয় না, তা তার অবস্থানকারীদের জন্য সংকুচিত হয়ে যায়, এতে কল্যাণ কমে যায়, এর থেকে ফিরিশতা বের হয়ে যায় এবং শয়তান এসে যায়। **(ইহইয়াউল উলুম (অনুদিত), ১/৮২৬)**

ইলাহী খুব দেয় দেয় শওক কোরআঁ কি তিলাওয়াত কা
শরফ দেয় গুম্বদে হাদরা কে ছায়ে মে শাহাদত কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

“ভয়ানক জাদুকর” এবং “ফয়যানে খাজা গরীবে নেওয়াজ” রিসালার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাজায়ে খাজেগান হযরত সায়্যিদুনা খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফয়েয ও বরকত দ্বারা সমৃদ্ধশালী হতে এবং তাঁর চরিত্র ও কারামত এবং ইবাদত ও রিয়াযত সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত দু’টি রিসালা **“ভয়ঙ্কর জাদুকর”** এবং **“ফয়যানে খাজা গরীবে নেওয়াজ”** অধ্যয়ন করা অতিশয় উপকারী। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই রিসালাদ্বয়ে খাজা গরীবে নেওয়াজের চরিত্র, তাঁর দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতি ভক্তি, তাঁর সরলতা, প্রতিবেশিদের সাথে

সদাচরন, ক্ষমা ও মার্জনা, খোদাভীতি, মাসলমানদের দোষ ত্রুটি গোপনকারী, বাণীসমূহ ও কারামত সমূহকে খুবই সুন্দর এবং সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, আজই মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অপরকেও এর প্রতি উৎসাহিত করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সম্পর্কে কি আর বলবো! তিনি ঐ মহান ব্যক্তিত্ব যে, যাঁর চরিত্র হচ্ছে একটি স্বচ্ছ আয়নার ন্যায়, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সর্বদা **আল্লাহ তায়ালা**র সৃষ্টির হেদায়তের জন্য সচেষ্ট ছিলেন, তাঁর অন্তরে উম্মতের সংশোধনের প্রেরণা ভরা ছিলো, তাঁর বাণী এবং লিখনীর বরকতে গুনাহগার ব্যক্তিরা কোরআন ও সুন্নাতের পথে পরিচালিত আর অমুসলিমরা ইসলামের দৌলত দ্বারা ধন্য হয়, আসুন! আমরাও আমাদের অন্তরে খোদাভীতি এবং মুস্তফার প্রেমকে জাগ্রত করার জন্য, সুন্নাতের অনুসারি হতে এবং গুনাহকে ঘৃণা করার প্রেরণা সৃষ্টি করার জন্য খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর কয়েকটি বাণী শ্রবণ করি।

খাজা গরীবে নেওয়াজের বাণী সমগ্র

তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সর্বদা তাঁর মুরিদ, ভালবাসা পোষনকারী এবং ভক্তদের সংশোধনের নিয়্যতে তাদের মাদানী ফুল বর্ণনা করতে থাকতেন:

❖ যে বান্দা রাতে ওযু সহকারে ঘুমায়, তবে ফিরিশতারা সাক্ষী থাকে এবং সকালে **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট আরয করে, হে **আল্লাহ**! একে ক্ষমা করে দিন, সে ওযু সহকারে ঘুমিয়ে ছিলো। (হাশত বেহেশত, ৭৭ পৃষ্ঠা)

❖ নামায হচ্ছে একটি গোপন কথা, যা বান্দা তার **পরওয়াদিগারের** সাথে বলে, সুতরাং হাদীসে পাকে এসেছে: اِنَّ الۡمُصَلِّیۡ یُنَاجِیۡ رَبَّہ (কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সালাত, ৪/১৭৯, হাদীস নং-১৯৬৭০, প্রথম অংশ) অর্থাৎ নামায আদায়কারী তার **পরওয়ারদিগারে**র সাথে গোপন কথা বলে। (হাশত বেহেশত, ৭৫ পৃষ্ঠা)

❖ বিপদগ্রস্থ লোকের ফরিয়াদ শুনা এবং তাদের সহায়তা করা, অভাবগ্রস্থদের অভাব পূরণ করা, ক্ষুধার্তদের আহার করানো, বন্দিদের কয়েদ থেকে ছাড়ানো, এ বিষয়গুলো **আল্লাহ তায়ালার** নিকট মহা মর্যাদাময়।

(মঈনুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন আজমেরী, ১২৪ পৃষ্ঠা)

❖ নেককারদের সহচর্য নেককাজ করা থেকে উত্তম এবং মন্দ লোকের সহচর্য মন্দ কাজ করা থেকে নিকৃষ্ট।

❖ **আল্লাহ তায়ালার** বন্ধু হচ্ছে সেই, যার মধ্যে এই তিনটি গুণাবলী রয়েছে: দানশীলতা সমুদ্রের ন্যায়, মমতা সূর্যের ন্যায় এবং নম্রতা মাটির ন্যায়।

(ভয়ঙ্কর জাদুকর, ২৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা, খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সর্বদা এই প্রচেষ্টায় রত থাকতেন যে, তাঁর সহচর্যে থেকে মানুষ যেনো উপকৃত হয় এবং তাদের যেনো আখিরাতে ভাবনা নসীব হয়, নিশ্চয় প্রত্যেক মানুষ যতক্ষণ দুনিয়ায় জীবিত থাকে, ততক্ষন সে অপরকে উপকৃত করার চেষ্টা করে থাকে, কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান যে, আউলিয়ায়ে কিরামগণের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن শান ও মহত্ব এরূপ উচ্চ ও মহান যে, যতক্ষণ এই ব্যক্তিরা এই নশ্বর পৃথিবীতে তাঁর প্রকাশ্য জীবনে রয়েছে ততক্ষণ নেককার ও বদকার সকলকেই উপকৃত করে থাকে এবং চারিদিকে নিজের বরকত লুটাতে থাকে, অতঃপর যখন এই ব্যক্তিত্বরা নিজেরদের পবিত্র মাযারে চলে যান তখন সেখানেও তাঁদের সত্বা এবং তাঁদের মাযার থেকে বরকত প্রকাশ হতে থাকে এবং তাঁদের সদকায় প্রার্থনাকৃত দোয়া কবুল হয়, আসুন! এপ্রসঙ্গে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অনেক সুন্দর আরো একটি কারামত শ্রবণ করি।

অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টি শক্তি পেয়ে গেলো

একবার আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নূরানী মাযারে উপস্থিত হলেন। পাশে এক অন্ধ ফকীর বসে বলে যাচ্ছিলো: হে খাজা গরীবে নেওয়াজ! দৃষ্টি শক্তি প্রদান করুন। তিনি সেই ফকীরকে জিজ্ঞাসা করলেন: বাবা! কতদিন হলো এভাবে দৃষ্টি শক্তি প্রার্থনা করছেন? ফকীরটি বলল: অনেক বৎসর হয়ে গেছে, কিন্তু উদ্দেশ্য পূরণই হচ্ছে না। তখন তিনি

বললেন: আমি পবিত্র মাযারে হাজিরী দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি, যদি দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে, তবে তো খুব ভাল, নয়তো তোমাকে হত্যা করে দেবো। একথা বলে ফকীরটির উপর পাহারার ব্যবস্থা করে তিনি হাজেরীর উদ্দেশ্যে ভিতরে গেলেন। এদিকে ফকীরটি অঝোর ধারায় কান্না করতে লাগল আর কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করছিলো: ইয়া খাজা! আগে তো কেবল চোখের সমস্যাই ছিলো, এখন তো দেখি জীবন নিয়েই টানাটানি, যদি আপনি আমার উপর দয়া না করেন, তবে মারা যাবো। বাদশাহ যখন হাজেরী দিয়ে ফিরলেন, ততক্ষণে ফকীরটির চোখ দুটি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিলো, বাদশাহ মুচকি হেসে বললেন: তুমি এতদিন অমনোযাগীতার সহিত প্রার্থনা করছিলে আর এখন জীবনের ভয়ে একাগ্রতার সহিত মনোযোগ সহকারেই প্রার্থনা করেছো, তাই তোমার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে।

(ভয়ঙ্কর জাদুকর, ১৬ পৃষ্ঠা)

আব চশমে শিফা সয়ে গুনাহগার হো খাজা,
ইসইয়াঁ কে মরয নে হে বড়া জোর দেখায়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, যদি অমনযোগীতার সহিত দোয়া প্রার্থনা করা হয় তবে তা কবুল হয়না, অথচ দোয়া দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য উপকারী, দোয়া রিযিকে বরকত ও প্রশস্ততারও কারণ, দোয়া শত্রু থেকে মুক্তিরও উপায়, দোয়া মুমিনের হাতিয়ারও, কেননা মুমিন বান্দা দোয়ার মাধ্যমে বড় বড় সমস্যা এবং বিপদ সঙ্কুল পরিস্থিতি উতরে যেতে পারে, দোয়া উত্তম পর্যায়ের ইবাদত, যার মাধ্যমে একজন মুসলমান রব তায়ালার সাথে কথোপকথন করে, হাদীসে পাকে রয়েছে: اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ অর্থাৎ দোয়া উত্তমতম ইবাদত।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবল আযকার, ১/২৯, ২য় অংশ, হাদীস নং-৩১৩১)

সুতরাং যখনই আউলিয়ায়ে কিরামের মাযারে যাওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয় তখন **"রোগ, বেকারত্ব, ঋণগ্রস্থতা, পারিবারিক অনৈক্য এবং সন্তানহীনতা, নামায রোযার অনুসরন, পিতামাতার আনুগত্য, দীর্ঘ জীবনের জন্য"** দোয়া প্রার্থনা করার পাশাপাশি **"ঈমানের নিরাপত্তা, মক্কা মদীনার আদব সহকারে উপস্থিতি, অন্তিম মুহুর্তে সহজতা, কবর ও হাশরে সফলতা, পুল সিরাতে দৃঢ়তা এবং জান্নাতে প্রিয়**

আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর নৈকট্য”** এর ন্যায় পরকালিন নেয়ামতও প্রার্থনা করা উচিৎ। মনে রাখবেন! আউলিয়ায়ে কিরামের মাযারে পাক পবিত্রতা অবস্থায় উপস্থিত হয়ে দোয়া প্রার্থনা করাতে সমস্যা ও বিপদ দূর হয়ে যায়।

মাযারে উপস্থিতির বরকত

কোটি কোটি শাফেয়ীদের ইমাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমার যখন কোন অভাব পরিলক্ষিত হতো, দু'রাকাত নামায আদায় করে ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নূরানী মাযারে গিয়ে দোয়া প্রার্থনা করতাম, তখন **আল্লাহ তায়ালা** আমার অভাব পূরণ করে দিতেন।

(আল খাইরাতুল খিসান, ২৩০ পৃষ্ঠা)

কোয়ী আ'য়া পা'কে চলা গেয়া, কোয়ী ওমর ভর ভি না পা সাকা
মেরে মওলা তুঝ সে গলা নেহী ইয়ে তো আপনা আপনা নসীব হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِও তাঁর মুরিদ, ভালবাসা পোষণকারী ও ভক্তদের খালি থলে ভরে দেন এবং তাঁর নূরানী মাযারে এসে ফরিয়াদ কারীদের অভাবের কথাও শুনেন এবং **আল্লাহ তায়ালা** দয়া ও অনুগ্রহে তাদেরকে এমনভাবে দান করেন যে, তাদের সারা জীবন সুখ ও শান্তিতে অতিবাহিত হয়ে যায়।

খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দানশীলতা

খাজা ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শকর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পবিত্র খেদমতে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করলেন যে, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, খাজা মঈনুদ্দীন আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমাকে ৬টি রুটি দান করলেন, ৮ বছর ধরে সেই রুটি আমি প্রতিদিন পাচ্ছি, আমার পরিবার পরিজনের এ দিয়েই জীবন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন: এটি স্বপ্ন নয় বরং **আল্লাহ তায়ালা**র তোমার প্রতি দয়া যে, অলীদের এই সর্দার তোমার প্রতি মেহেরবানি করছেন, যেনো তুমি কখনো দারিদ্রতায় অবতীর্ণ হয়ে না যাও। **(ইকতিবাসিল আনওয়ার, ৩৭৭ পৃষ্ঠা)**

ঝোলিয়াঁ ভরতে হো মাঙ্গতোঁ কি মুঝে ভি হো আতা
হিচ্ছায়ে জুদ ও সাখা খাজা পিয়া খাজা পিয়া **(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৩৭ পৃষ্ঠা)**

খাজার সদকায় সুসাস্থ্য নসীব হলো

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত খাজা (গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) এর মাযার থেকে অনেক ফয়েয ও বরকত অর্জিত হয়, আমার পীর ভাই এবং আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শাগরেদ ছিলেন মরহুম মাওলানা বারাকাত আহমদ সাহেব, তিনি আমাকে বলেছেন যে, আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি, একজন অমুসলিম যার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ফোঁড়া ছিলো, ঠিক দুপুরের সময় আসতো এবং দরগাহ শরীফের সামনে গরম কংকর ও পাথরের উপর শুয়ে পরতো এবং বলতো: "ইয়া খাজা গরীবে নেওয়াজ! জ্বালাতন করছে। তৃতীয়দিন আমি দেখলাম যে, সে একেবারে সুস্থ্য হয়ে গেছে। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৩৮৪ পৃষ্ঠা)

খাজায়ে হিন্দ হে দরবার হে আলা তেরা
কভী মাহরূম নেহী মাঙ্গনে ওয়ালা তেরা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর চরিত্র ও কারামত সম্পর্কে শুনলাম যে,

- খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাল্যকাল থেকেই খেলাধুলা থেকে বিরত থাকতেন।
- খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শিশুকাল থেকেই সৎচরিত্রের অধিকারী ছিলেন।
- খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মানুষদেরকে নেকীর দাওয়াত প্রদারকারী এবং গরীবদের অভাব পূরণকারী ছিলেন।
- খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর ভক্তদের জন্য দোয়া করতেন।
- খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কোমল হৃদয়, নম্র স্বভাবের এবং ক্ষমা ও মার্জনাকারী ছিলেন।
- খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বরকতময় সহচর্যে অমুসলিমরাও ইসলাম গ্রহন করে নিতো।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরও খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পবিত্র চরিত্রের উপর আমল করে মানুষের সাথে সদাচরন, ক্ষমা ও মার্জনা সহকারে উপস্থাপন হওয়ার তৌফিক দান করুন এবং তাঁর সত্যিকার প্রেম দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনে তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা

হাত মিলানোর কতিপয় মাদানী ফুল

(১) দু'জন মুসলমানের সাক্ষাতের সময় সালামের পর উভয় হাতে মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় হাত মিলানো সুন্নাত। **(২)** যখন দুইজন বন্ধু পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৮১, হাদীস নং- ৮৯৪৪) **(৩)** হাত মিলানোর সময় দরূদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এ দোয়াটিও পাঠ করুন يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে ও তোমাদের ক্ষমা করুন।) **(৪)** দুইজন মুসলমান হাত মিলানোর সময় যে দোয়া করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তা কবুল হবে। উভয় হাত পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ের ক্ষমা হয়ে যাবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৪/২৮৬, হাদীস নং- ১২৪৫৪) **(৫)** পরস্পর হাত মিলানোর ফলে শত্রুতা দূর হয়ে যায়, **(৬) প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে মুসলমান আপন ভাইয়ের সাথে মুসাফাহা করে এবং কারো মনে কারো সাথে শত্রুতা না থাকে, তাহলে হাত পৃথক হওয়ার পূর্বেই **আল্লাহ তায়ালা** তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং যে কেউ আপন ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখবে আর তার অন্তরে যদি শত্রুতার ভাব না থাকে তবে দৃষ্টি ফিরানোর আগেই উভয়ের পূর্বাপর গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (কানযুল উম্মাল, ৯/৫৭) **(৭)** মুসাফাহা করার

সুন্নাত হচ্ছে, হাত মিলানোর সময় রুমাল ইত্যাদি যেন আড়াল না হয়, উভয়ের হাতের তালু খালি থাকে এবং তালুর সাথে তালু স্পর্শ করা চাই।

(বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, ৩/৯৮)

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে হার মাহিনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৬৯-৬৭০পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد